তারিখ 14 JUL 2017
২ ৬ ২

সংবাদ

ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হোস্টেল ভাঙচুর

সিলেট এমসি কলেজ বন্ধ ঘোষণা

প্রতিনিধি, সিলেট

সিলেটের শতবর্ষী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমসি কলেজের ছাত্রাবাস ভাঙচুর করেছে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। এর জেরে কলেজ ছাত্রাবাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের হল ছাড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গতকাল সকাল সাড়ে ১১টায় এ ঘটনায় ক্যাডাররা অন্তত নয়টি কক্ষ ভাঙচুর করে।

পাঁচ বছর আগে ছাত্রশিবিরের সঙ্গে ছাত্রলীগের সংঘর্ষের জের ধরে ছাত্রাবাসের ৪২টি কক্ষ পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। পোড়া ছাত্রাবাস সংস্কারের সিলেট : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

সিলেট : এমসি

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

পর এবার এ ঘটনা ঘটল। কর্তৃপক্ষ এতো বড় একটি ঘটনার পর কোন মামলা না করে থানায় সাধারণ একটি ডায়রি করেছে। এ ঘটনায় কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবদুল কুদ্দুসকে প্রধান করে তিন সদস্যের এক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কলেজের অধ্যক্ষ নিতাই চন্দ্র চন্দ সাংবাদিকদের বলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ জরুরি বৈঠকে বসে। দুপুরে একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় এমসি কলেজের ছাত্রাবাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত হয়। সন্ধ্যার মধ্যে আবাসিক ৩০০ ছাত্রকে ছাত্রাবাস ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ক্যাম্পাস সূত্রে জানা গেছে, ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে গত বুধবার রাতে ছাত্রলীগের সঞ্জয় গ্রুপের অনুসারীরা ছাত্রাবাসে অস্ত্রের মহড়া দেয় এবং এর কিছু আগে টিলাগড় মোড়ে ছাত্রলীগ দুই গ্রুপের মধ্যে মারামারির ঘটনাও ঘটে। এতে আহত ছাত্রলীগ কর্মী রাহাত ওসমানী মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এর জেরে গতকাল সকালে এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে ভাঙচুর চালায় রঞ্জিত সমর্থিত গ্রুপের ছাত্রলীগ নেতা টিটু চৌধুরীর অনুসারী ক্যাডাররা। এ সময় তারা ছাত্রাবাসের প্রথম ব্লকের ২টি কক্ষের দরজা-জানালা, ২য় ব্লকের একটি দরজা ও জানালা, শ্রীকান্ত ব্লকের ৬টি দরজা ও জানালা, ৫ম ব্লকের ১৪টি দরজা ও জানালা এবং ৪র্থ ব্লকের ১৬টি দরজা ও জানালা ভাঙচুর করে।

জানতে চাইলে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি শাহরিয়ার সামাদ এমসি কলেজে ছাত্রলীগের দুইপক্ষে 'ঝামেলা হয়েছে' বলে জানান। তবে কারা কী কারণে ছাত্রাবাস ভাঙচুর করেছে, এ বিষয়ে তিনি জানেন না বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, 'কলেজে ছাত্রলীগের কমিটি না থাকায় কোন কিছু ঘটলে তাৎক্ষণিক বোঝা যায় না। আমরা খোঁজ নিচ্ছি।' ভাঙচুরের ঘটনায় করা জিডিতে ছাত্রাবাসের কয়েকটি কক্ষ তছনছ করার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা ছাত্রাবাসে হামলা করেছেন। ২০১২ সালের ৮ জুলাই এমসি কলেজে ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের সংঘর্ষের জেরে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল ছাত্রাবাসের ৪২ কক্ষ। এ ঘটনার জন্য ছাত্রলীগের একটি পক্ষকে দায়ী করা হয়েছিল। পাঁচ বছর পরও অগ্নিসংযোগকারী চিহ্নিত না হওয়ায় বর্তমানে ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত চলছে। এমসি কলেজ ১৮৯২ সালে রাজা গিরিশচন্দ্র রায় তার পিতামহ মুরারি চাঁদের (এমসি) নামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। টিলাগড় এলাকায় ৬০০ শতক জায়গার ওপর ১৯২০ সালে ব্রিটিশ আমলে আসাম ঘরানার স্থাপত্য রীতির সেমিপাকা ঘরের মাধ্যমে ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হয়েছিল। পোড়ানোর ঘটনার পর শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের নির্দেশে দুই বছরের মাথায় পোড়া ছাত্রাবাস আগের কাঠামোয় সংস্কার করা হয়। গত বছর থেকে আবাসিক ছাত্র ভর্তি করার পর সচল হয় ছাত্রাবাস।